



215281 - হারাম ঔষধসমূহ

প্রশ্ন

আমি একজন নারী ডাক্তার। আমি আশা করব, আপনারা বাস্তবসম্মত (সম্ভব হলে উদাহরণসহ) রোগীর জন্য যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রসেসক্রাইব করা হারাম সে সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। আমি জানি যে নশোজাতীয় দ্রব্য প্রসেসক্রাইব করা যাবে না। কিন্তু, বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমি হয়তো সতর্ক থাকি না যে কিছু ঔষধে নশোজাতীয় দ্রব্য আছে। অনুগ্রহ করে আমাকে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বান্দাদরে প্রতি আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে তিনি প্রত্যকে রোগে জন্য ঔষধ নির্ধারণ করছেন এবং চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ এমন কোনও রোগে অবতীর্ণ করেননি যে রোগে তিনি চিকিৎসা রাখেননি।” [হাদীসটি বুখারী (৫৬৭৮) বর্ণনা করেন]

জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রত্যকেই রোগে চিকিৎসা রয়েছে। কোনও রোগে যদি সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মহান আল্লাহর হুকুমের আরোগ্য লাভ হয়।” [হাদীসটি মুসলিম (২২০৪) বর্ণনা করেন]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “প্রত্যকে রোগে ঔষধ রয়েছে” এটি রোগী ও চিকিৎসকের মনকে দৃঢ় করে এবং উক্ত ঔষধ অনুবোধ ও অনুসন্ধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।’ [যাদুল মা’আদ (৪/১৫)]

চিকিৎসা গ্রহণের অনুমতি, চিকিৎসা গ্রহণে বা অনুবোধে ছাড় দেয়ার সাথে সাথে হারাম দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে নষিধোজ্ঞা এসছে।

ওয়ায়লে হাদবরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তারকে ইবনে সুয়াইদ আল-জুফী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদরে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নষিধে করছেন কথিবা সটে তরৈকিরাকে অপছন্দ করছেন। তখন তারকে বলেন: আমি চকিৎসার জন্য এটি তরৈকিরছি। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন: “এটি কোনও ঔষধ নয়; বরং এটিই রোগ।” [হাদীসটি মুসলিম (১৯৪৮) বর্ণনা করেন]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ঔষধ সম্পর্কে নষিধে করছেন। [হাদীসটি তিরমযী (২০৪৫) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

আবুদ-দারদা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করছেন। প্রত্যেকে রোগের জন্য তিনি ঔষধ রেখেছেন। সুতরাং তোমরা চকিৎসা গ্রহণ করো। তবে হারাম দিয়ে চকিৎসা গ্রহণ করো না।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৩৮৭৪) বর্ণনা করেন।] শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সমার্থক আরো কিছু হাদীসের কারণে হাদীসটির ভাব সহিহ। [আত-তালীক্বাতুর রাদবয়্যাহ ‘আলার-রাউদ্বাহ আন-নাদয়্যাহ (৩/১৫৪) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

কোনও ঔষধে মদ কথিবা শূকরের মতো হারাম কিছু আছে, কেবল এটি বলার মাধ্যমে কোনও কিছু ঔষধ হারাম হয়ে যাবে না। বরং এ বিষয়টি আলমেদরে মাঝে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আমরা নম্নিৎ সৎক্ষেপে বিষয়টি উল্লেখ করব:

১- হারাম-দ্রব্যাদি ও নছিক নাপাকরি মাধ্যমে চকিৎসা গ্রহণ:

যমেন: মদরে মাধ্যমে চকিৎসা নেওয়া। অথবা কোন কোন দেশে মানুষ যমেনটা করে তথা নজিদেরে পশোব পান করে থাকে। এটি হারাম। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে মদ ও নাপাক বস্তু দিয়ে চকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে নষিধোজ্ঞা সম্বলতি উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

ইবনে তাইমযিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘নাপাক হারাম বস্তু দিয়ে চকিৎসা গ্রহণ করা হারাম। কারণ হারামের বধিান আরোপকারী দলীলসমূহ যমেন আল্লাহর বাণী: **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ** “তোমাদের জন্য মৃত প্রাণীকে (খাওয়া) হারাম করা হয়েছে” কথিবা হাদসি: ‘প্রত্যেকে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হত্টিস্ জন্তু হারাম’ কথিবা আল্লাহর বাণী: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ** **وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ** “মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নরিনয়রে তীর এগুলো নাপাক।” এই আয়াত ও হাদীসগুলো চকিৎসার ক্ষেত্রে ও চকিৎসা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্য আম (সাধারণ)। তাই যে ব্যক্তি এই দুটি ক্ষেত্রে মাঝে পার্থক্য করল, সে এমন দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করল আল্লাহ যে দুটোকে একত্রিত করছেন এবং আম (সাধারণ)-কে খাস (নরিদ্ষিট) করল। এমনটিকরা জায়যে নয়। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/৫৬২) থেকে ঈষৎ পরিবর্তনসহ]

ইবনুল কাইয়যমি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন: ‘হারাম বস্তু দিয়ে চকিৎসা গ্রহণ করা শরীয়ত ও আকল উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে

নন্দিনীয়। শরীয়তের দৃষ্টি থেকে নন্দিনীয় হওয়ার কারণ আমাদের উল্লেখিত পূর্ববক্ত হাদীসসমূহ ও অন্যান্য হাদীসসমূহ। আর আকলের দৃষ্টি থেকে নন্দিনীয় হওয়ার কারণ এই যে মহান আল্লাহ এটাকে খারাপ হওয়ার কারণেই হারাম করছেন। তিনি এই উম্মতকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো ভালো জনিসিকে হারাম করেননি; যমেনট বনী ইসরাইলের ক্ষেত্রে করেছিলেন। আল্লাহ সবে প্রসঙ্গে বলেন: **فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ** “(প্রথম) বধি করা হয়েছিল এমন কতপিয় ভালো জনিসি আমি তাদের জন্য (ইহুদদের জন্য) অবধি করে দিয়েছি তাদের যুলুমের কারণে।” বরং আল্লাহ এই উম্মতের জন্য যা হারাম করছেন তা খারাপ হওয়ার কারণেই হারাম করছেন। তিনি তাদেরকে এগুলো গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করার জন্য হারাম করছেন। সুতরাং এগুলোর মাধ্যমে রোগ-বমির থেকে চিকিৎসা গ্রহণ অনুবষণ করা উপযুক্ত নয়। কনেনা যদি রোগ দূর করার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব থাকেও তবুও এগুলোর খারাপ দিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে অন্তরে উপর গুরুতর আরকে রোগ রখে যাবে। ফলে এগুলোর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তি যেনে অন্তরকে রোগাক্রান্ত করার মাধ্যমে দেহের রোগ দূর করল। [যাদুল মা’আদ (৪/১৪৩) থেকে সমাপ্ত]

২- নশোকর দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধ:

ঔষধে নশোকর দ্রব্যের উপস্থিতির দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: যদি নশোকর বস্তুর পরিমাণ অল্প হয়, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোনো মানুষ এই ঔষধ থেকে বেশি পরিমাণ পান করলেও নশোগ্রস্ত হবে না, তাহলে একদল আলমে এ ধরনের ঔষধ পান করা জায়যে হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করছেন। কারণ মদ নশোগ্রস্ত করে বধিয় এটি অল্প বা বেশি পরিমাণ পান করতে নষিধে করা হয়েছে। কিন্তু এই ঔষধে নশোর ইল্লত (কারণ) অনুপস্থিতি। সুতরাং এর পরিমাণ অল্প হোক কিংবা বেশি হোক, এটি নশোগ্রস্ত করে না। তাই আলমেরা এমন ঔষধ গ্রহণ করা জায়যে বলে গণ্য করছেন। আরো

দ্বিতীয় অবস্থা: ঔষধে নশোকর দ্রব্যের অনুপাত অনেক। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি তা থেকে বেশি পরিমাণে পান করে তাহলে সে নশোগ্রস্ত হবে। এ অবস্থায় নশোর ইল্লত (কারণ) উপস্থিতি থাকায় রোগীকে এমন ঔষধ প্রদান করা জায়যে হবে না। এটি মদরে হুকুমে পড়বে। আয়শো রাদয়ীল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বতি (মধু থেকে উৎপন্ন শরাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ‘প্রত্যকে নশো উদ্রেককারী পানীয় হারাম।’ [হাদীসটি মুসলিম (২০০১) বর্ণনা করেন]

জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নশোগ্রস্ত করে, তার স্বল্প পরিমাণও হারাম।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৩৬৮১) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ (৩৬৮১)-তে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

৩- হারাম নাপাক মিশ্রিত ঔষধ:

কিছু ঔষধে শূকররে চর্বি, মৃত প্রাণীর অংশ বা অনুরূপ কিছু থাকে। এর দুটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ঔষধের সাথে মিশ্রিত হওয়ার সময় এই হারাম নাপাকগুলোর 'ইস্তহোলা' (استحالة) ঘটা। ইস্তহোলা বলতে বোঝানো হয় বস্তুর স্বীয় বৈশিষ্ট্য রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ও বদলে যাওয়া। [আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াহ (৩/২১৩) থেকে সমাপ্ত]

ঔষধ তৈরির সময়ে কিছু নাপাকের ক্ষেত্রে এমন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় যে এর মূল রূপ হারিয়ে অন্য পদার্থে রূপ নেয়।

বহু সংখ্যক আলমেতে মতে যদি নাপাকের রূপ বদলে অন্য কিছু হয়ে যায় তাহলে এগুলোর থেকে নাপাকের কারণ দূর হয়ে যায় এবং এগুলোকে পাক হিসেবে হুকুম প্রদান করা হয়। ক্বারায়ী রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা বলেন: 'কোনো আলমেদে একমত রয়েছে যে, আল্লাহ কোনো বস্তুকে কেবল সত্তাগত এবং আকৃতিগত কারণে নাপাক বা নাপাকযুক্ত বলে ঘোষণা দেননি। বরং বস্তুর সত্তায় স্থান গ্রহণ করা বিশেষ গুণের জন্যই আল্লাহ কোনো বস্তুকে নাপাক বলে গণ্য করছেন। সঠিক হতে পারে: বিশেষ রং ও বিশেষ কোনো অবস্থা। যদি সেই বিশেষ অবস্থা ও গুণ বলিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে হারাম হওয়াতে অবধারণ করে এমন কিছু অনুপস্থিতির কারণে হারামের বহিনও নাকচ হয়ে যাবে।' [আল-ফুরুক (২/২০৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মদ রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে তা পবিত্র হয়ে যাওয়াটা কয়্যাসের দাবী। নকিষ্টতার বৈশিষ্ট্যের কারণে মদ নাপাক। নকিষ্টতা দূর হয়ে গেলে নাপাকও দূর হয়ে যায়। শরীয়তের সকল উৎস ও ফলাফলের ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি। বরং নকী ও শাস্তির ক্ষেত্রেও এটি প্রধান নীতি।

সুতরাং সঠিক কয়্যাস হচ্ছে অন্যান্য সকল নাপাকও রূপান্তরিত হলে সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই বহিন প্রয়োগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মসজিদে স্থান থেকে মুশরকদের কবরগুলো উপড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু মাটি সরিয়ে ফেলেননি। মহান আল্লাহ দুধের ব্যাপারে জানিয়েছেন যে দুধ রক্ত ও গোবরের মধ্য থেকে বের হয়। মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে কোনো প্রাণী যদি নাপাক খাদ্য গ্রহণ করার পর তাকে বঁধে রাখা হয় এবং প্রাণীটি পাক খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে তার দুধ ও গোশত হালাল। অনুরূপভাবে শস্য ও ফল নাপাক পানি দিয়ে সচে দেওয়ার পরে যদি পাক পানি দিয়ে সচে দেওয়া হয় তাহলে সেই শস্যও হালাল। নাপাকের বৈশিষ্ট্য রূপান্তরিত হয়ে পবিত্র বৈশিষ্ট্য চলে আসার কারণে।

এর বিপরীতে যদি পবিত্র বস্তু নাপাকিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে বস্তুটি নাপাক হয়ে যায়। যমেন: পানি ও খাবার যখন পশোব ও পায়খানায় রূপ নেয়।

তাই পবিত্র বস্তু নাপাকিতে রূপান্তরিত হলে এর প্রভাব থাকলে, নাপাক বস্তু পবিত্র বস্তুতে রূপান্তরিত হলে এর প্রভাব থাকবে না কেন?

আল্লাহ তাআলা পবিত্র থেকে নাপাক ও নাপাক থেকে পবিত্রকে বের করেন। এখানে মূল অবস্থা বিবেচ্য নয়। বরং বস্তুর



বশৈষ্টিয় ববিচ্ছে। ...' [ই'লামুল মুওয়াক্কিন (৩/১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

এটি অধিকাংশ মাযহাবেরে অভিমত। যমেনটি উল্লেখ করছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন:
'জমহুরের মতে রূপান্তরতি নাপাকি পবিত্র। এটি হিনাফী ও যাহরৌদরে প্রসদ্বি মত। এটি মালকে ও আহমদরে মাযহাবে দুই
মতরে একটি মত এবং শাফয়ৌর মাযহাবেও একটি মত।' [মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/১৫০) থেকে সমাপ্ত] আরো

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি ঔষধে উক্ত নাপাকি এর মূল রূপে অবশিষ্ট থাকে যায় এবং অন্য বস্তুতে রূপ না নিয়ে, যমেন কিছু
ঔষধে শূকরের চর্বি এর মূল রূপে বহাল থাকে এবং ঔষধ প্রস্তুত করার সময় তা পরবর্ততি হয়ে যায় না। এমনটি হলে সে
ঔষধ খাওয়া হারাম হবে। কারণ এ ঔষধ খাওয়া মানবে নাপাকরি কিছু অংশ খাওয়া। আরো জানতে লখেক হাসান ইবনে আহমদ
আল-ফাক্কী রচতি বই 'আহকামুল আদউইয়া ফশি-শারিয়াতলি ইসলাময়িয়াহ' পড়ুন। এটি আপনার এক্সপার্টাইজে একটি
উপকারী বই। এর ভাষাও সহজ। আপনি ইন্টারনেটে বইটি পয়ে যাবনে।

সারকথা হলো:

হারাম বস্তু সটেনিশোকর হোক কথিবা অ-নশোকর নাপাক হোক; সটোক য়ে কারণে হারাম করা হয়েছে সে বশৈষ্টিয় যদি
অনুপস্থতি হয়ে যায়, নাপাকরি কোনো চহিন না থাকে কথিবা ঔষধের সাথে মশ্রিতি নশোকর বস্তুর নশো সৃষ্টির কোনো
প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এই ঔষধ গ্রহণ করা হালাল হবে এবং রোগীকে এর প্রসেক্রপিশন দেওয়া বধৈ হবে।
কারণ এতে থাকা হারাম অথবা নাপাকি নিঃশেষে হয়ে গেছে এবং এর কোনো প্রভাব অবশিষ্ট নহৈ। কনিতু যদি হারামের
প্রভাব বাকি থাকে, তাহলে এমন ঔষধের প্রসেক্রপিশন দেওয়া ও এর দ্বারা চকিতসা গ্রহণ করা হালাল হবে না।

ঔষধে হারাম বস্তু উপস্থতি নাকি অনুপস্থতি তা অভজিঞ ব্যক্তরি ইন্দ্রয়ি ও পরীক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারবে। ঔষধে
মশ্রিণেরে অনুপাত সম্প্রক জ্ঞানো তা জানতে সাহায্য করবে।

তনি:

হারাম উপাদান সম্বলতি ঔষধগুলোর নাম জানতে হলে এ বিষয়ে বশিষেজ্ঞঃ ব্যক্তি তথা ঔষধ প্রস্তুতের কাজে নিয়োজতি
নরিভরযোগ্য দ্বীনদার ফার্মাসিস্টদেরকে জজিঞসা করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।